**বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩**

দেশের বাহিরে পরিশোধ, বৈদেশিক মুদ্রায় চলতি ও মূলধনি হিসাবের লেনদেন, বৈদেশিক বিনিময় ও সিকিউরিটিজের লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য, সেবা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থে বৈদেশিক মুদ্রায় চলতি ও মূলধনি হিসাবের লেনদেন, বৈদেশিক বিনিময় ও সিকিউরিটিজের লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য, সেবা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখিবার নিমিত্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

**প্রথম অধ্যায়**

**প্রারম্ভিক**

**১ । সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ।—**(১) এই আইন বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

 (২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে; এবং

(ক) এই আইনের ২ (ঢ) ধারায় সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি;

(খ) এই আইনের ২ (জ) ধারায় সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশে নিবাসী সকল ব্যক্তি;

(গ) বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশে নিবাসী যে কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান বা উহার শাখা, অফিস ও এজেন্সি; এবং

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও সরকার ঘোষিত কোনো বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৪) অন্যান্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে এবং যে কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

**২ । সংজ্ঞা।—**বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) ‘অনুমোদিত ডিলার’ অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি এই আইনের ৩(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবসায় করিবার অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) ‘আমদানি’ অর্থ—

(১) বাংলাদেশে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান পণ্য বা সেবা আনয়ন বা গ্রহণ বুঝাইবে;

(২) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক বা সরকার ঘোষিত এইরূপ কোনো বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান পণ্য বা সেবা ক্রয়কে বুঝাইবে;

(গ) ‘চলতি হিসাবে লেনদেন’ অর্থ মূলধন স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে নহে, এইরূপ লেনদেন এবং ইহা ব্যতিরেকেও —

(১) বৈদেশিক বাণিজ্য, সেবাসহ অন্যান্য চলতি ব্যবসায় এবং সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত স্বল্প মেয়াদি ব্যাংকিং ও ঋণ সুবিধা সংক্রান্ত লেনদেন;

(২) ঋণের সুদ ও বিনিয়োগ হইতে উদ্ভূত নিট আয় সংক্রান্ত লেনদেন;

(৩) সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে পরিমিত ঋণ পরিশোধ অথবা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অবচয়;

(৪) নিজের, মাতা পিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের বৈদেশিক ভ্রমণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় এবং

(৫) বিদেশে নিবাসী মাতা পিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের পারিবারিক জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রেরিত রেমিটেন্স প্রবাহকেও বুঝাইবে;

(ঘ) ‘নির্ধারিত’ অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঙ) ‘পণ্য’ অর্থ Customs Act, 1969 (ACT No. IV OF 1969) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোনো পণ্য;

(চ) ‘প্রতিষ্ঠান’ অর্থ আইনের আওতায় সৃষ্ট বা গঠিত যে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংঘ;

(ছ) ‘পরিশোধ’ অর্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পন্ন বা স্থাপিত লেনদেনের প্রেক্ষিতে আইনগতভাবে সৃষ্ট যে কোন আর্থিক দায় নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে প্রচলিত বাংলাদেশী বা বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রদান ও সমন্বয় করাকে বুঝাইবে এবং উক্তরূপ কোন দায়ের উপর আরোপিত জরিমানা ও ধার্যকৃত সুদ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) ‘বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি’ অর্থ—

(১) এইরূপ ব্যক্তি যিনি গত ১২ (বারো) মাসের মধ্যে ৬ (ছয়) মাস অথবা ইহার অধিক সময় বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছেন;

(২) এইরূপ ব্যক্তি যিনি ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, এইরূপ সময় আবাসিক অথবা ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাসের কর্মানুমতির আওতায় বা আবাসিক ভিসায় অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করিতেছেন;

(৩) এইরূপ ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে ব্যবসায় রহিয়াছে; অথবা

(৪) বিদেশে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক, কনস্যুলার ও অন্যান্য প্রতিনিধি অফিস এবং উক্ত অফিসসমূহে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিক;

(৫) এইরূপ ব্যক্তিবর্গ যাঁহারা বিদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চাকরিতে কর্মরত অথবা ছুটিতে রহিয়াছেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা এইরূপ প্রতিনিধির স্বীকৃত কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের অফিসও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঝ) ‘বৈদেশিক মুদ্রা’ বলিতে বাংলাদেশি মুদ্রা ব্যতীত অন্য যে কোনো দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক নোট এবং ধাতব মুদ্রা যাহা পণ্য ও সেবার মূল্য এবং ঋণ পরিশোধের জন্য আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য;

(ঞ) ‘বৈদেশিক বিনিময়’ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা এবং Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No.127 of 1972) এর আর্টিকেল ১৬ এর সাব-আর্টিকেল ১৩ মোতাবেক আদিষ্ট, গৃহীত, তৈরি বা ইস্যুকৃত যে কোনো দলিল (Instrument) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, এতদ্ব্যতীত সকল আমানত, ঋণ ও স্থিতি যাহা বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় এবং বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রকাশিত বা আদিষ্ট কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয়, যে কোনো ড্রাফ্‌ট, ভ্রমণকারীর চেক, ঋণপত্র এবং বিনিময় বিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইব;

(ট) ‘বৈদেশিক সিকিউরিটিজ’ অর্থ এইরূপ সিকিউরিটিজ, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো স্থানে ইস্যুকৃত এবং যে সকল সিকিউরিটিজের আসল বা সুদ কোনো বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয়;

(ঠ) ‘বাহক সিকিউরিটিজ’ অর্থ সেই সকল সিকিউরিটিজ, যাহা সম্পূর্ণরূপে হস্থান্তরযোগ্য এবং ধারককে ইহার অধীনে সকল প্রকার অধিকার প্রদান করে;

(ড) ‘বাংলাদেশি মুদ্রা’ অর্থ বাংলাদেশি টাকায় প্রকাশিত বা আদিষ্ট মুদ্রা;

(ঢ) ‘ব্যক্তি’ অর্থ যে কোনো প্রাকৃতিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ নিম্নরূপ সত্তা—

(১) নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়,

(২) কোম্পানি,

(৩) কতিপয় ব্যক্তির সংঘ অথবা সংঘবদ্ধ একদল ব্যক্তি, যাহা নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত নহে;

(৪) পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ সকল সংবিধিবদ্ধ সংঘ; এবং

(৫) এইরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো এজেন্সি, অফিস অথবা শাখা অফিস।

(ণ) ‘বাংলাদেশ ব্যাংক’ অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No.127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত Bangladesh Bank;

(ত) ‘মূলধনি হিসাবের লেনদেন’ অর্থ এইরূপ লেনদেন, যাহা দ্বারা মূলধনি সম্পদ সৃষ্টি, রূপান্তর, হস্তান্তর অথবা বিলোপ সাধন বুঝাইবে এবং যাহা কেবল মূলধনি এবং মুদ্রা বাজারের ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ, হস্তান্তরযোগ্য দলিলাদি, অবন্ধকীকৃত দাবি, মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট অথবা যৌথ বিনিয়োগ সিকিউরিটিজ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক ঋণ, জামানত, গ্যারান্টি, জমা হিসাব পরিচালনা, জীবন বীমা, ব্যক্তিগত মূলধন প্রবাহ, ভূসম্পত্তি, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

 ব্যাখ্যাঃ এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলিতে ২ (ফ) ধারায় বর্ণিত সিকিউরিটিজের বিনিয়োগ।

(থ) ‘মুদ্রা’ অর্থ—

(১) সকল ধাতব মুদ্রা, কাগজে নোট, ব্যাংক নোট, পোস্টাল নোট, মানি অর্ডার, চেক, ড্রাফ্‌ট, ভ্রমণকারীর চেক, ঋণপত্র, বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতি পত্র; এবং

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অথবা উভয় প্রকারের অন্যান্য অনুরূপ দলিল, যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

 (দ) ‘মালিক’ অর্থ যে কোনো সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে, এইরূপ ব্যক্তি যাহার সিকিউরিটিজ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে বা যাহার তত্ত্বাবধানে সিকিউরিটিজ রহিয়াছে অথবা যিনি তাঁহার নিজের বা অন্যের পক্ষ হইতে সিকিউরিটিজের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ বা সুদ গ্রহণ করেণ এবং ঐ সিকিউরিটিজের উপর যাহার কোনোরূপ স্বার্থ রহিয়াছে এবং যদি কোনো ট্রাস্টের নামে কোনো সিকিউরিটিজ থাকে বা কোনো সিকিউরিটিজের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ বা সুদ যদি কোনো ট্রাস্টের তহবিলে জমা করা হয়, তাহা হইলে যে কোনো ট্রাস্টি বা যে কোনো ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্টের কার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন বা যিনি কাহারও মতামত ব্যতিরেকেই উক্ত ট্রাস্ট বা ট্রাস্ট সম্পর্কিত কোনো শর্ত বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন অথবা ট্রাস্টের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন;

(ধ) ‘মানি চেঞ্জার’ অর্থ এই আইনের ধারা ৪(১) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, অন্তর্মুখী ও বহির্গামী পর্যটক, বাংলাদেশ হইতে বিদেশে গমনকারী ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশে আগত ও প্রত্যাগত বিদেশি নাগরিকের নিকট হইতে বিদেশি মুদ্রা, নোট, কয়েন বা ভ্রমণকারীর চেক ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ন) ‘রপ্তানি’ অর্থ—

(১) বাংলাদেশ হইতে বাংলাদেশের বাহিরে কোনো স্থানে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান অথবা উভয় প্রকার পণ্য প্রেরণ;

(২) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাংলাদেশের বাহিরের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদান; অথবা

(৩) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্ক কিংবা সরকার ঘোষিত কোনো বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বাংলাদেশি কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়কে বুঝাইবে;

(প) ‘রৌপ্য’ অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রৌপ্য বলিতে বাট বা পিণ্ড, ঢালাই পরবর্তী আর কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যায় নাই, এইরূপ রৌপ্য শিট ও প্লেট এবং বাংলাদেশ ও ইহার বাহিরে প্রচলিত বা অপ্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা, যাহা বাংলাদেশে আইনগতভাবে স্বীকৃত অথবা অস্বীকৃত এইরূপ অন্য যে কোনো প্রকার রৌপ্য;

(ফ) ‘স্বর্ণ’ অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্বর্ণ বলিতে স্বর্ণ-আকর বা স্বর্ণবাট অথবা স্বর্ণপিণ্ড এবং বাংলাদেশে ও ইহার বাহিরে প্রচলিত বা অপ্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা, যাহা বাংলাদেশে আইনগতভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত অথবা অন্য যে কোনো প্রকার স্বর্ণ;

(ব) ‘সিকিউরিটিজ’ অর্থ দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান আকারে—

(১) শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার, সুকুক ও অনুরূপ সিকিউরিটিজ এবং Securities Act, 1920 (ACT No. X OF 1920) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী সরকারি সিকিউরিটিজ;

(২) সিকিউরিটিজ জমাকরণে প্রাপ্ত জমা রশিদ, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট অথবা যে কোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিম এর ইউনিট; এবং

(৩) Securites and Exchange Ordinace, 1969 (Ordinance No.XVII OF 1969) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘সিকিউরিটিজ’ হিসাবে গৃহীত অন্যান্য দলিল;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি Promissory Note ব্যতীত অন্য কোনো বিনিময় বিল বা Promissory Note উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ভ) ‘সেবা’ অর্থ যে কোনো প্রকার সেবা এবং ব্যবসায় সেবা, পেশাদারি সেবা, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা, তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা সক্রিয় সেবা, যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ সেবা, নির্মাণ সেবা, প্রকৌশল সেবা, বিতরণ সেবা, শিক্ষা সেবা, পরিবেশ সেবা, আর্থিক সেবা (যেমনঃ ব্যাংকিং, বীমা এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সেবা), স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সেবা, পর্যটন সেবা, ভ্রমণ সেবা, বিনোদনমূলক সেবা, সাংস্কৃতিক সেবা, খেলাধুলা সেবা, পরিবহণ সেবা, বৈদ্যুতিক বা অন্য শক্তি সেবা এবং সময় সময় সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এইরূপ অন্যান্য সেবাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ম) ‘সীমিত মানি চেঞ্জার’ অর্থ এই আইনের ধারা ৪(১) এর আওতায় বিদেশি নাগরিকগণের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা, নোট, কয়েনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(য) ‘হস্তান্তর’ অর্থ ক্রয়, বিক্রয়, বিনিময়, বন্ধক, প্রতিজ্ঞা, চুক্তি, জামিন, উপহার, ঋণ, যাহার মাধ্যমে কোনো অধিকার, স্বত্ব, দখল অথবা পূর্বস্বত্বের পরিবর্তন।

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

**বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত ডিলার**

**৩। বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত ডিলার।—**(১) বাংলাদেশ ব্যাংক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার শর্তপূরণ সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় করিবার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন একটি অনুমোদন যাহা—

(ক) সকল ধরনের বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবসায় করিবার অনুমোদন অথবা সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের অনুমোদনে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রায় সকল ধরনের লেনদেন করিবার অনুমোদন অথবা বিশেষ ধরনের লেনদেনের অনুমোদনে সীমাবদ্ধ থাকিবে; এবং

(গ) নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য কার্যকর হইবে মর্মে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলারকে তাহার অবস্থান ব্যাখ্যা করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের পর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহা রহিত অথবা স্থগিত করিতে পারিবে।

(৪) অনুমোদিত ডিলার তাহার বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময়ের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত সকল সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনা অথবা আদেশ মানিয়া চলিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো অনুমোদিত ডিলার এই ধারার সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোনো বৈদেশিক বিনিময় লেনদেনে সম্পৃক্ত হইবে না।

(৫) অনুমোদিত ডিলার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বৈদেশিক বিনিময়ের কোনো লেনদেন করিবার পূর্বে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ঘোষণা ও তথ্য সংগ্রহ করিবে যাহাতে সে নিশ্চিত হইতে পারে যে, লেনদেনটি এই আইনের শর্ত লঙ্ঘন করে নাই বা উহা এই আইনের শর্ত লঙ্ঘনে উদ্যত হয় নাই অথবা আইনটির কোনো বিধি, নির্দেশ বা আদেশ অমান্য করে নাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি আইনের বিধান মানিয়া লইতে অস্বীকার করে বা অসন্তোষজনকভাবে মানিয়া চলে, তবে অনুমোদিত ডিলার লেনদেনে অস্বীকৃতি জানাইবে এবং যদি উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা ও তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বা আইনের ব্যত্যয় করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরীভূত করিবে।

**৪। মানি চেঞ্জার ও সীমিত মানি চেঞ্জারের কার্যাবলি।—**(১) বাংলাদেশ ব্যাংক এতদ্‌বিষয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মানি চেঞ্জার ও সীমিত মানি চেঞ্জার হিসাবে কার্য করিবার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার আওতায় অনুমোদন অর্থ

(ক) বাংলাদেশ হইতে বিদেশে গমনকারী ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশে আগত ও প্রত্যাগত বিদেশি নাগরিকের নিকট হইতে (১) মানি চেঞ্জার বৈদেশিক মুদ্রা, নোট, কয়েন বা ভ্রমনকারির চেক ক্রয় বিক্রয় করিবার ও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের বিপরীতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং (২) সীমিত মানি চেঞ্জার বিদেশি নাগরিকের নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(খ) উক্ত অনুমোদন একটি নির্দিষ্ট সময় বা পরিমাণের জন্য কার্যকর হইবে মর্মে প্রদত্ত হইতে পারিবে;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে সকল ক্ষেত্রে মানি চেঞ্জার ও সীমিত মানি চেঞ্জারকে তাহার অবস্থান ব্যাখ্যা করিবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানের পর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহা রহিত অথবা স্থগিত করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) মানি চেঞ্জার বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় ও ধারণের এবং সীমিত মানি চেঞ্জার বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য বিক্রয় ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত সকল সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনা অথবা আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

**তৃতীয় অধ্যায়**

**বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসায়ে বিধি নিষেধ**

**৫। বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসায়ে বিধি-নিষেধ।—**(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ পূর্বানুমতি ব্যতীত অনুমোদিত ডিলার ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার বাহিরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা ঋণ গ্রহণ করিতে বা বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় বা ঋণ প্রদান অথবা অনুমোদিত ডিলার নহে এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত বিনিময় করিতে পারিবে না।

(২) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময়ে যে কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যেই ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যতীত অন্য কেহ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করেন বা কোনো ব্যক্তিকে শর্তাধীনে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিবেন না অথবা যে শর্তাধীনে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হন বা যে উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রা ১ (এক) জন অনুমোদিত ডিলারের নিকট বিক্রয় করিবেন।

(৪) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি কোনো অনুমোদিত ডিলারের নিকট বা তাহার নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় বিক্রয় বা ক্রয় করিতে পারিবেন, যদি উক্ত বিক্রয় বা ক্রয় চলতি প্রকৃতির লেনদেন হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় স্বার্থে চলতি ও মূলধনি হিসাবে ভারসাম্য বজায় রাখিবার লক্ষ্যে চলতি প্রকৃতির লেনদেনের উপর যুক্তি সংগত বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) প্রযোজ্য বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে অনুমোদনযোগ্য মূলধনি প্রকৃতির লেনদেনকে সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

**চতুর্থ অধ্যায়**

**অর্থ প্রেরণে বিধি-নিষেধ**

**৬ । অর্থ প্রেরণে বিধি-নিষেধ।—**(১) এই উপধারার শর্তসমূহ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি কোনো ব্যক্তিকে ***শর্তাধীন বা শর্ত ব্যতিরেকে*** সাধারণ বা বিশেষ অব্যাহতি প্রদান না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি**—**

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তি বা তাহার অনুকূলে কোনো অর্থ পরিশোধ বা প্রেরণ করিবে না;

(খ) কোনো বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতি পত্র আদিষ্টকরণ, ইস্যু বা বন্দোবস্তের জন্য দর কষাকষি অথবা কোনো ঋণের দায়কে স্বীকৃতি প্রদান করিবে না যাহাতে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির অনুকূলে অর্থ গ্রহণ করিবার অধিকার (প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য) সৃষ্টি বা হস্তান্তর হইতে পারে;

(গ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ বা কোনো ব্যক্তিকে অর্থ প্রেরণ করিবে না;

(ঘ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির অনুকূলে কোনো অর্থ প্রদান করিবেনা; এবং

(ঙ) ***নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনায় বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ (Payment) বা প্রেরণ করিবে না, যদি—***

(১) বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যক্তি পরিশোধ (Payment) গ্রহণ করিয়াছেন বা কোনো সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এইরূপ বিষয়ের সহিত ***যদি*** উক্ত পরিশোধ (Payment) বা অর্থ প্রেরণের কোনো সম্পর্ক থাকে।

(২) ***বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধ*** (Payment) ***গ্রহণের বা সম্পত্তির মালিক হইবার প্রকৃত বা সম্ভাব্য অধিকার সৃষ্টি বা হস্তান্তরিত হয়।***

(চ) কোনো বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতি পত্র আদিষ্টকরণ, ইস্যু, বন্দোবস্তের জন্য দর কষাকষি, কোনো সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বা কোনো ঋণের দায় স্বীকার করিবে না, ***যাহাতে*** উপধারা (১) (ঙ) অনুযায়ী কোন ***ব্যক্তির অনুকূলে*** কোনো পরিশোধ (Payment) গ্রহণের অধিকার (প্রকৃত বা সম্ভাব্য) সৃষ্টি বা হস্তান্তরিত হয়।

(২) উপধারা (১) এর কোনো শর্তের লঙ্ঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যদি—

(ক) পরিশোধটি ইতোমধ্যে অনুমোদিত, যাহা এই আইনের ধারা ৫ এ বর্ণিত কোনো অনুমোদিত ডিলার এর নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির নিকট সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা হইতে পরিশোধ করা হয়; এবং

(খ) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসায় বা বাংলাদেশে অবস্থানকালে সম্পাদিত কোনো কার্য হইতে উদ্ভূত নহে এইরূপ কোনো সেবার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্তি হইতে যদি কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়।

(৩) এই আইনের অধীনে মঞ্জুরিকৃত প্রাধিকার অথবা অব্যাহতির অধীনে কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই উপ ধারার কোনো শর্তই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লভ্যাংশ বা সুদ অর্জনকারী কুপন বা অধিপত্র (Warrants) এবং জীবন বীমা বা মেয়াদি বীমা পলিসি এর বিপরীতে প্রাপ্ত বীমা দাবি (Insurance Claim) সিকিউরিটিজের এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

**পঞ্চম অধ্যায়**

**ব্লকড হিসাব ও বিশেষ হিসাব**

**৭। ব্লকড *হিসাব।—***(১) যেই ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৬ এর বিধান হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধের ক্ষেত্রে, এই শর্তে অব্যহতি প্রদান করা হয় যে, উক্ত পরিশোধ একটি ব্লকড হিসাবে পরিশোধিত হইতে হইবে তাহা *হইলে*—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে ঐ ব্যক্তির নামে খোলা ব্লকড হিসাবে পরিশোধ করা হইবে; এবং

(খ) ***উক্ত ব্লকড হিসাবে সেই পরিমাণ অর্থ জমাকরণ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা অর্থ জমাকারী পরিশোধ দায় হইতে অব্যহতি প্রাপ্ত হইবেন***।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের ***শর্তাধীন বা শর্তহীন*** অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্লকড হিসাবের কোনো স্থিতি উত্তোলন করা যাইবে না।

(৩) এই ধারা মতে ‘ব্লকড হিসাব’ বলিতে এইরূপ হিসাবকে বুঝাইবে, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে কোনো একটি ব্যাংকের কোনো কার্যালয় বা শাখায় ‘***ব্লকড হিসাব’ হিসেবে*** খোলা হইয়াছে অথবা এইরূপ একটি হিসাব, যাহা এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে বা পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে ব্লকড করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণের প্রাধিকারযোগ্য নয় এইরূপ পরিশোধ বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট অনিবাসীর নামে ব্লকড হিসাবে জমা করিবার অনুমোদন দিতে পারিবে। উদাহরণস্বরূপঃ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় এইরূপ কোম্পানিতে অনিবাসী কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার নিবাসীর অনুকূলে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হইলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্লকড হিসাবে জমা করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

**৮। বিশেষ হিসাব।—**(১) সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসকারী কোন **ব্যক্তির** অনুকূলে পরিশোধ **নিয়ন্ত্রণ** করিবার **প্রয়োজন অনুভূত হইলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এইরূপ পরিশোধ একটি বিশেষ হিসা*বে (এই ধারায় “বিশেষ হিসাব” নামে আখ্যায়িত) জমা করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত ডিলার শাখায় সংরক্ষিত হয়।***

(২) ***উক্ত হিসাবে সেই পরিমাণ অর্থ জমাকরণ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা অর্থ জমাকারী পরিশোধ দায় হইতে অব্যহতি প্রাপ্ত হইবেন;***

***তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধকারীকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধকারী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঐ সময়ের জন্য স্থিরকৃত বা অনুমোদিত হারে পরিশোধিতব্য অর্থের পরিমাণ রূপান্তরের মাধ্যমে নির্ধারণ করিয়া পরিশোধ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিশোধ দায় হইতে অব্যহতি প্রাপ্ত হইবেন।***

(৩) ***বিশেষ হিসাবের স্থিতির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি, সময় সময়, প্রযোজ্য হইবে—***

(ক) ***নিবাসী বাংলাদেশি এবং উল্লিখিত গেজেট প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত অঞ্চলের ব্যক্তির মধ্যে পরিশোধ নিয়ন্ত্রণকল্পে, যেই ক্ষেত্রে সরকার এবং উক্ত অঞ্চলের সরকারের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত বিবেচনায় রাখিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে; অথবা***

**(খ) *সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের উদ্দেশ্যে উপধারা ৩(ক) অনুযায়ী যদি কোনো চুক্তি সম্পাদিত না হয় তাহা হইলে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আদেশ দ্বারা, উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বকেয়া ঋণ বাংলাদেশে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির বা অন্য কোনো অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তির অনুকূলে নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।***

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

**বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ**

**৯ । বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।—**(১) সরকার, ***সরকারি*** গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত এবং প্রযোজ্য ফি পরিশোধ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো স্বর্ণ বা রৌপ্য বা কারেন্সি নোট বা ব্যাংক নোট বা ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশে আনয়ন অথবা বাংলাদেশ হইতে অন্য কোনো দেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না।

***ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার বাহিরে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, কোনো জাহাজ বা বহনকারী যানবাহন হইতে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে অবতরন বা খালাস না করা হইলে, উপধারা (১) এ বর্ণিত দ্রব্যাদি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বা স্থানে আনয়ন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।***

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ কোনো স্বর্ণ, অলংকার বা দামি পাথর বা বাংলাদেশি কারেন্সি নোট, ব্যাংক নোট বা ধাতব মুদ্রা বা বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে আনয়ন বা বাংলাদেশ হইতে অন্য কোনো দেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(৩) Customs Act, 1969 (ACT No.IV OF 1969) এর শর্তসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর রাখিয়া উপধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত বিধি-নিষেধসমূহ Customs Act, 1969 (ACT No.IV OF 1969) এর ধারা ১৬ মোতাবেক আরোপিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে এবং তদনুসারে উক্ত আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

**সপ্তম অধ্যায়**

**সরকার কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ**

**১০। সরকার কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ।—**সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তি বা নিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তিকে এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে—

(১) যাহাদের নিকট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রা রহিয়াছে তাহারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে, যাহা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়ে বৈদেশিক বিনিময়ের বাজার মূল্যের তুলনায় কম বা নিম্নে নহে এইরূপ মূল্যে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবে;

(২) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যাহাদের বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহারা তাহাদের সেই অধিকার এবং প্রাপ্ত বা রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা সরকার নির্ধারিত বিনিময় হারে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকে উক্ত আদেশের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে, তবে কোনো ব্যক্তি যে কোনো উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে কোনো অনুমোদিত ডিলারের নিকট হইতে বর্ণিত বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া থাকিলে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, তাহা সংরক্ষণ করিলে এই ধারার নির্দেশনা কার্যকর হইবে না।

**১১। বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত দায়িত্ব।—**(১) কোনো ব্যক্তি, যাহার কোনো বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে টাকায় পরিশোধ গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে, তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এইরূপ কোনো কিছু করিবেন না বা করা হইতে বিরত থাকিবেন, যাহার ফলে—

(ক) তাহার বৈদেশিক মুদ্রা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রাপ্তিতে বা প্রদানে বিলম্ব হয়; অথবা

(খ) তাহার দ্বারা প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণ প্রাপ্তি বা প্রদান বন্ধ হইয়া যায়।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) সম্পর্কিত যে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা বা টাকায় অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ পরিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি বা পরিশোধ নিরাপদ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

**১২ । আমদানিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।—**সরকার প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বাংলাদেশে স্বর্ণ রৌপ্যের আমদানির পূর্বে অথবা আমদানির সময় উহার ব্যবহার বা ব্যবসায়ের উপর শর্তারোপ করিতে পারিবে।

**অষ্টম অধ্যায়**

**আমদানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ**

**১৩। আমদানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ।—**(১) আমদানিযোগ্য পণ্যের মূল্য পরিশোধ কার্যক্রম নিষ্পত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানি মূল্য পরিশোধ এবং আমদানিকৃত পণ্য দেশে প্রবিষ্ট হইবার বিষয়ে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে ও অন্য কোনো আইনের সহিত সাংঘর্ষিক না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের ধারা ৬ এর ক্ষমতাবলে এবং ধারা ৫(৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সেবা আমদানির মূল্য পরিশোধের বিষয়ে সাধারণ অথবা বিশেষ অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) মোতাবেক আমদানিযোগ্য পণ্য বা সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধিত হইয়া থাকিলে আমদানিকারক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত এইরূপ কোনো কার্য করিবেন না যাহাতেঃ

(ক) আমদানিযোগ্য পণ্য বা সেবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে বিলম্বে দেশে প্রবিষ্ট হয়; অথবা

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতির পরিবর্তে অন্য কোনো পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়; অথবা

(গ) মূল্য পরিশোধান্তে বিদেশি সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার গুণগতমানের পরিমাণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) মূল্য পরিশোধের পর আমদানিতব্য পণ্য বা সেবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার নির্ধারিত সময় অতিক্রম করিলে বা পণ্য দেশে প্রবিষ্ট না হইলে উপধারা ১ ও ২ এ বর্ণিত শর্তসমূহ লঙ্ঘন না করিয়া সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের পরবর্তী আমদানি কার্যক্রম পরিচালনার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক নিষেধাজ্ঞা আরোপ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় মর্মে প্রতীয়মান হইলে তদনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আমদানি মূল্য বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে পণ্য বা সেবা দেশে প্রবিষ্ট না হইলে কিংবা যথাযথ পরিমাণ পণ্য বা সেবা দেশে প্রবিষ্ট না হইলে প্রেরিত সম্পূর্ণ অর্থ অথবা অতিরিক্ত প্রেরিত অর্থ দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বিলম্ব মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা ঋণপত্র কিংবা প্রযোজ্যক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত পরিমাণের চাইতে কম পরিমাণে দেশে প্রবিষ্ট হইলে কেবল দেশে প্রবিষ্ট আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার আনুপাতিক মূল্য পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপধারা (১) এর আওতায় জারিকৃত নির্দেশনাতে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্য বা সেবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়ের মধ্যে দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং হইবে, উহার প্রমাণস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এইরূপ দলিলাদি দৃশ্যমান আকারে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে দাখিল করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

**নবম অধ্যায়**

**রপ্তানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য প্রাপ্তি**

**১৪ । রপ্তানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য প্রাপ্তি।—**(১) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রজ্ঞাপনদ্বারা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে বা আনয়ন করা হইবে মর্মে রপ্তানিকারক কর্তৃক ঘোষণাপত্র দাখিল না করা হইলে, যে কোনো পণ্য বা সেবা অথবা কোনো শ্রেণির পণ্য বা সেবা বাংলাদেশ হইতে যে কোনো স্থানে সরাসরি বা পরোক্ষ রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর আওতায় জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো পণ্যের রপ্তানি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে বিক্রয়ের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত এইরূপ কোনো কার্য করিবেন না বা করা হইতে বিরত থাকিবেন যাহাতে—

(ক) ব্যবসায়ে সাধারণভাবে সংঘটিত বিলম্বের তুলনায় উক্ত পণ্যের বিক্রয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়; অথবা

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতির পরিবর্তে অন্য কোনো পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য পরিশোধ হইবে বা বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধিত হইবে না, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসনে ছাড় প্রদানের অনুমোদন করা হয় অথবা বিক্রয়ের সময় উল্লিখিত মতে বিলম্বিত করা হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারার বিধান লঙ্ঘনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যদি না পণ্য মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পণ্যের মূল্য ছাড় দেওয়ার পর অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হয়।

(৩) কোনো পণ্য বিক্রয়ের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, বিক্রয় না হইলে এবং পূর্ব নির্ধারিত মূল্য পরিশোধিত না হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বে বর্ণিত শর্তসমূহ লঙ্ঘন না করিয়া এই পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পণ্য বিক্রয়ের অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বর্ণিত পণ্য সরকার বা নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক অর্পিত পণ্য সরকার বা সরকারের পক্ষ হইতে বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া সরকার উক্ত পণ্য অর্পণকারী ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোনো পণ্যের চালান মূল্য উহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট কম বা নিম্নমূল্য পরিদৃষ্ট হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত রপ্তানিকৃত উক্ত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য যথাবিহিত পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজিকরণের দলিল ধারণকারী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংক উহা ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ এবং ইহার অধীনে প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে উপধারা (১) মোতাবেক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পণ্য সামগ্রী ইতোমধ্যে রপ্তানি হইয়া থাকিলে উহার পূর্ণ মূল্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি অথবা রপ্তানি আদেশ প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বা হইবে, উহার প্রমাণস্বরূপ রপ্তানিকারককে বিদেশি ক্রেতার সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র বা অন্যান্য প্রমাণ প্রদর্শন করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনের নিরিখে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য বা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে প্রতিবাণিজ্য পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

**দশম অধ্যায়**

**সিকিউরিটিজ প্রেরণ ও হস্তান্তরে বিধিনিষেধ**

**১৫ । সিকিউরিটিজ প্রেরণ ও হস্তান্তরে বিধিনিষেধ।—**(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো সিকিউরিটিজ বাংলাদেশের বাহিরে লইতে বা প্রেরণ করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত সিকিউরিটিজের মালিকানার প্রমাণ হিসাবে সিকিউরিটিজ সার্টিফিকেট বাংলাদেশের বাহিরে লইবার ক্ষেত্রে এই বিধান কোনো বাধা সৃষ্টি করিবে না।

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির অনুকূলে কোনো সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বা সৃষ্টি বা সিকিউরিটিজের উপর অর্জিত স্বার্থ হস্তান্তর করিবেন না;

(গ) বাংলাদেশের কোনো রেজিস্টার বা ডিপজিটরি হইতে কোনো সিকিউরিটিজ বাংলাদেশের বাহিরের কোনো রেজিস্টারে বা ডিপজিটরিতে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিতে পারিবেন না যাহাতে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো সিকিউরিটিজের সহিত বিদেশে নিবন্ধিত সিকিউরিটিজের বিনিময় সহজতর হয়।

(২) কোনো সিকিউরিটিজের ধারক একজন নমিনি হইলে, তিনি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহার মাধ্যমে ধারকের সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কোনো বা সকল অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত এইরূপ কোনো কার্য করিতে পারিবেন না, যাহার ফলে এইরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিস্থাপন ঘটিতে পারে যাহার নিকট হইতে তিনি সরাসরি নির্দেশনা প্রাপ্ত হইবেন, যদি না উভয় ব্যক্তি তাহাদের প্রতিস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে নিবাসী হইয়া থাকেন।

(৩) এই ধারার বিধি বিধানসমূহ যাহাতে লঙ্ঘিত না হয়, তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী ব্যক্তি এবং যাহার নিকট সিকিউরিটিজ হস্তান্তরিত হইতেছে উভয়ের নিকট হইতে এইরূপ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিতে পারিবে যে, যাহার নিকট সিকিউরিটিজ হস্তান্তরিত হইতেছে তিনি বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তি নহেন।

(৪) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি—

(ক) সিকিউরিটিজ রেজিস্টার বা ডিপজিটরিতে এইরূপ কোনো সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বা স্থানান্তর লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না, যাহাতে এই ধারায় বর্ণিত বিধানের লঙ্ঘন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হয়; অথবা

(খ) সিকিউরিটিজ ইস্যু, হস্তান্তর বা অন্য কোনো বিষয় সংক্রান্ত কোনো ক্ষেত্রেই সিকিউরিটিজ রেজিস্টার বা ডিপজিটরি বা বহিতে বিদেশি ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে বিদেশি ঠিকানা প্রতিস্থাপন করিয়া দেশি ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং বিদেশি ঠিকানা সম্পৃক্ত কোনো লেনদেনের অনুমতি এই ধারার অধীনে প্রদত্ত হইলে সেই ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন ।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) বাহক সিকিউরিটিজের ‘ধারক’ বলিতে যাহার হেফাজতে সিকিউরিটিজ রহিয়াছে উহাকে বুঝাইবে, যদি কোনো বাহক সিকিউরিটিজ কোনো ব্যক্তির নিকট তালাবদ্ধ বা সিলমোহরকৃত অবস্থায় জমা রাখা হয়, যেখান হইতে অন্য কোনো ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত তিনি সিকিউরিটিজ অন্যত্র স্থানান্তর করিতে পারিবেন না, সেইক্ষেত্রে ঐ অন্য ব্যক্তিই বাহক সিকিউরিটিজের ধারক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(খ) ‘নমিনি’ বলিতে কোনো সিকিউরিটিজ (বাহক সিকিউরিটিজসহ) বা লভ্যাংশ ও সুদ অর্জনকারী কুপনের ধারককে বুঝাইবে যাহার অন্য কোনো ব্যক্তির নির্দেশ ব্যতীত স্বাধীনভাবে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা নাই এবং যে ব্যক্তির সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি বা কোনো এজেন্সির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা রহিয়াছে, সিকিউরিটিজের ধারক তাহারই মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে কার্য করিবেন;

(গ) লভ্যাংশ বা সুদ প্রদর্শিত কুপন বা ওয়ারেন্ট এবং জীবন বীমা পলিসি বা মেয়াদি বীমা পলিসি ও সিকিউরিটিজের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) ‘বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী ব্যক্তি’ বলিতে স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে বসবাসকারী একজন বিদেশি নাগরিককেও বুঝাইবে; তবে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

ব্যাখ্যাঃ স্বল্প সময় বলিতে ৬ (ছয়) মাসের বা ১৮০ (একশত আশি) দিনের কম সময়কালকে বুঝাইবে।

**১৬ । সিকিউরিটিজের হেফাজত।—**(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকল ব্যক্তি যাহাদের নিকট সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ দলিল সংরক্ষিত থাকে তাহাদের সেই সকল সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ দলিল কোনো অনুমোদিত ডিপজিটরিতে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক শর্ত সাপেক্ষে এই ধরনের কোনো সিকিউরিটিজ অনুমোদিত ডিপজিটরি হইতে উত্তোলনের লিখিত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো অনুমোদিত ডিপজিটরি উপধারা (১) এর আওতাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে বাতিল করিতে বা অন্য অনুমোদিত ডিপজিটরির সহিত বিন্যস্ত করিতে পারিবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোনো অনুমোদিত ডিপজিটরি–

(ক) উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারিকৃত কোনো আদেশে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী ব্যক্তির নামে স্থানান্তরিত হইয়াছে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না; অথবা

(খ) কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কার্য করিবেন না যাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতিস্থাপন স্বীকৃত বা প্রভাবিত হয় যাহার নিকট হইতে উহা সরাসরি সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত নির্দেশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সিকিউরিটিজ সম্পৃক্ত নির্দেশদানকারী পূর্ববর্তী ব্যক্তি এবং তাহার প্রতিস্থাপক উভয়ই যদি প্রতিস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের নিবাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হইবে না।

(৪) উপধারা (১) এ উল্লিখিত সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হইবার পরে কোনো সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজের দলিল অনুমোদিত কোনো ডিপজিটরিতে জমা না হইয়া থাকিলে উক্ত সিকিউরিটিজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয় বা স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।(৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত অনুমোদিত ডিপজিটরি যাহার হেফাজতে সিকিউরিটিজ রহিয়াছে তাহার নির্দেশ ব্যতীত উপধারা (১) এ বর্ণিত কোনো সিকিউরিটিজের মূলধন, সুদ বা লভ্যাংশ প্রদান করা যাইবে না।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) ‘অনুমোদিত ডিপজিটরি’ অর্থ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নং আইন)-এর অধীনে নিবন্ধিত কোনো ডিপজিটরি বা অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ডিপজিটরি বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত একজন ব্যক্তি যাহার সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজের দলিল হেফাজতে গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে।

(খ) ‘সিকিউরিটিজ’**—**নগদ ব্যতীত কুপনও সিকিউরিটিজের অর্ন্তভুক্ত হইবে।

**১৭ । বাংলাদেশের বাহিরে সিকিউরিটিজসমূহ ইস্যু, স্থানান্তর ও তালিকাভুক্তিকরণে বিধিনিষেধ।—**এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো সিকিউরিটিজ ইস্যু বা হস্তান্তর বা লেনদেন কিংবা কোনো সিকিউরিটিজ বাংলাদেশের বাহিরে কোনো এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা যাইবেনা বা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ডিপজিটরিতে স্থানান্তর করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে কোনো এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজ হস্তান্তর, ধারণ ও তালিকাভুক্তিকরণে এই আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার বিধানাবলি কার্যকর হইবে না।

**১৮ । বাহক সিকিউরিটিজ ইস্যুর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।—**সরকার এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কোনো বাহক সিকিউরিটিজ বা কুপন ইস্যু করিতে পারিবে না বা এইরূপ কোনো দলিল পরিবর্তন করিতে পারিবে না, যাহা পরবর্তীকালে বাহক সিকিউরিটিজ বা কুপন এ রূপান্তরিত হইতে পারে।

**১৯ । সরকার কর্র্তৃক বৈদেশিক সিকিউরিটিজের অধিগ্রহণ।—**(১) বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থান শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকার সুবিধাজনক বিবেচনা করিলে কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের শর্তে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সকল বৈদেশিক সিকিউরিটিজ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত তারিখে সরকারের বিবেচনায় বাজার মূল্য অপেক্ষা কম নহে এইরূপ নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারের নিকট হস্তান্তর করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহের মালিককে সিকিউরিটিজসমূহ বিক্রয় বা বিক্রয়মূল্য আদায় করিবার এবং তৎপরবর্তী নিট বৈদেশিক বিনিময় মূল্য সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে, যাহা সরকারের বিবেচনায় বিক্রয় প্রস্তাব দিবসের বাজার মূল্য অপেক্ষা কম বা নিম্নে নহে এইরূপ মূল্যে বিক্রয় প্রস্তাব করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(২) উপধারা ১ এর দফা (ক) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন জারি করা হইলে—

(ক) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সকল প্রকার বন্ধকি, জামানত বা চার্জমুক্ত হইয়া সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী উহাদের ব্যবহার করিবে;

(খ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো সিকিউরিটিজের মালিক এবং এই সকল সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বা লিপিবদ্ধকরণ রেজিস্টার বা বহি সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা এই সকল সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বা লিপিবদ্ধকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত সকল কার্য করিবেন; এইরূপ উদ্দেশ্য নিশ্চিতকল্পে—

(১) সিকিউরিটিজ এবং তৎসম্পৃক্ত দলিলাদি সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং নিবন্ধিত বা লিপিবদ্ধ সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে সরকার বা সরকার নির্ধারিত নমিনির নামে উহা নিবন্ধিত বা লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(২) প্রজ্ঞাপন জারির দিনে বা পরবর্তীকালে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ এর উপর যদি কোনো লভ্যাংশ বা সুদ সরকার বা সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদেয় হয় এবং প্রজ্ঞাপনবলে সরকারের নিকট অর্পিত কোনো বাহক সিকিউরিটিজ এর সহিত লভ্যাংশ ও অর্জনকারী কুপন সরকারের নিকট অর্পণ করা হয় নাই সেই ক্ষেত্রে সরকারের মতে হ্রাসকৃত মূল্যে প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো সিকিউরিটিজের মালিককে বা সিকিউরিটিজ নিবন্ধনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে সিকিউরিটিজ বা কুপনের উপর প্রদেয় কোনো লভ্যাংশ বা সুদ বা উহা প্রতিনিধিত্বকারী যে কোনো কুপন এর বিষয়ে এই উপধারা কার্যকর হইবে না।

(৩) এই ধারার শর্তাধীন কোনো বিশেষ সিকিউরিটিজ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে বলিয়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্রই সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

**একাদশ অধ্যায়**

**স্থাবর সম্পত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ**

**২০ । স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।—**(১) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত, কোনো ট্রাস্টের অনুকূলে বা নামে অসিয়ত বিহীন রক্ষিত কোনো সম্পত্তির নিষ্পত্তি করিতে পারিবে না, যাহার ফলে সম্পত্তি নিষ্পত্তিকালীন সময়ে উক্ত সম্পত্তির উপর বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির স্বার্থ বা অধিকার অর্জিত হয় অথবা পরিশোধ সংক্রান্ত কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না, যাহার ফলে ক্ষমতা প্রয়োগকালীন সময়ে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির অনুকূলে উক্ত পরিশোধ সুবিধা অর্পিত হয়।

(২) সম্পত্তি নিষ্পত্তিকালীন **সময়ে** বা সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিশোধ-এর ক্ষমতা প্রয়োগকালীন সময়ে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির অধিকার বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তিতে অর্জিত হইয়া যায় এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত পরিশোধ এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

**দ্বাদশ অধ্যায়**

**কোম্পানি সংক্রান্ত কতিপয় বিধানাবলি**

**২১ । কোম্পানি সংক্রান্ত কতিপয় বিধানাবলি।—**(১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো কার্য করিতে পারিবেন না, যাহাতে বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানির উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ স্থগিত হইয়া যায় এবং অনিবাসী কোনো ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি ব্যাংকিং কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নহে এইরূপ কোনো কোম্পানি যাহা যে কোনোভাবে বাংলাদেশের বাহিরে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত ভূখণ্ডের অন্যত্র নিবাসী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে কোনো অর্থ বা সিকিউরিটিজ ধার প্রদান করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যাঃ এই উপধারায় ‘কোম্পানি’ বলিতে একটি প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের শাখা বা কার্যালয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

**২২ । বিদেশি কোম্পানির উপর বিধিনিষেধ।—**বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী ব্যক্তি (বাংলাদেশের নাগরিক বা নাগরিক নহেন) বা বাংলাদেশের নাগরিক নহেন কিন্তু বাংলাদেশে নিবাসী এইরূপ কোনো ব্যক্তি অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো আইনের আওতায় অধিভুক্ত নহেন এইরূপ কোম্পানি (ব্যাংক কোম্পানি ব্যতীত) বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রকৃতির যে কোনো কার্য পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশে শাখা অফিস বা লিয়াজোঁ অফিস বা প্রতিনিধি অফিস বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক কার্যালয় স্থাপনে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) বা অনুরূপ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে অনুমোদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে ।

**ত্রয়োদশ অধ্যায়**

**তথ্য দাখিলের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা**

**২৩ । তথ্য দাখিলের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।—**(১) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় লিখিত নোটিশ দ্বারা উহাতে উল্লিখিত কোনো ব্যত্যয় সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত বর্ণনা সহযোগে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক, বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তি এবং যে কোনো স্থানে অবস্থানরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোনো চাকরিরত যে কোনো ব্যক্তিকে তাহার ধারণকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক সিকিউরিটিজ এবং তাহার মালিকানায় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা শিল্প বা বাণিজ্যিক সত্ত্বাধিকার অথবা কোনো কোম্পানির দখল, মালিক হওয়া, স্থাপনা অথবা নিয়ন্ত্রণ অথবা কোনো অধিকার, সত্ত্ব বা স্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকারের নিকট রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে সেই সংশ্লিষ্ট তথ্য, বহি বা অন্যান্য দলিল সরকার সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলে উহা সরকার বা সরকারের অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির নিকট সরবরাহের জন্য লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

(৩) উপধারা ২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এই আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংককে অর্পণ করিতে পারিবে ।

**চতুর্দশ অধ্যায়**

**তল্লাশি অভিযান পরিচালনা ও পরিদর্শনের ক্ষমতা**

**২৪ । তল্লাশি অভিযান পরিচালনা।—**(১) এই আইনের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে বা কোনো স্থানে লঙ্ঘিত হইতেছে বা কোনো স্থানে লঙ্ঘনের সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ প্রমাণসহ সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির লিখিত আবেদন এবং উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে এমন যে কোনো স্থানে এই আইনের যে কোনো শর্ত লঙ্ঘন হইয়াছে বা লঙ্ঘন হইতেছে বা লঙ্ঘন করা হইবে বা লঙ্ঘনের প্রমাণ উক্ত স্থানে পাওয়া যাইবে মর্মে শপথ বাক্য দ্বারা সমর্থন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা জারির মাধ্যমে সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নপদস্থ নহে এইরূপ একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে—

(ক) পরোয়ানায় উল্লেখ মোতাবেক কোনো স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিবার; এবং

(খ) উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যে কোনো বহি বা অন্যান্য দলিল জব্দ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই উপধারায় ‘স্থান’ বলিতে বাড়ি, ভবন, তাঁবু, মোটরযান, অযান্ত্রিকযান, রেলগাড়ি, নৌযান বা উড়োজাহাজ, ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) উপধারা (৩) এর শর্তাধীনে যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এইরূপ স্থানে উপস্থিত যে কোনো ব্যক্তিকে বা তিনি যদি মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি সম্প্রতি উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়াছেন অথবা সত্বর ঐ স্থানে প্রবেশ করিবেন, তবে তাহাদের তল্লাশি করিতে পারিবেন এবং এই আইনে বর্ণিত যে কোনো অপরাধ সংঘটনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত যে কোনো দ্রব্য জব্দ করিতে পারিবেন।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 (ACT No.V of 1898) এর শর্তাধীনে উপধারা (২) অনুযায়ী অনুমোদিত যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা উপধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত যে কোনো স্থানে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করিতে পারিবেন।

**২৫ । পরিদর্শনের ক্ষমতা।—**(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় উহার এক বা একাধিক কর্মকর্তার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যে কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট কাহারও হিসাববহি ও অন্যান্য দলিলের উপর পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল হিসাববহি এবং অন্যান্য দলিল জব্দ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর আওতায় পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা অথবা কর্মকর্তাদের নিকট এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্টগণ তাহাদের হিসাববহি এবং অন্যান্য দলিল দাখিল এবং এই সম্পর্কিত বিবরণী ও তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) উপধারা (২) এর শর্তানুযায়ী কোনো হিসাববহি বা অন্যান্য দলিল বা প্রতিবেদন বা তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হইলে, তাহা এই আইনের শর্তাদির লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে।

**পঞ্চদশ অধ্যায়**

**সম্পূরক বিধানাবলি**

**২৬। সম্পূরক বিধানাবলি।—**(১) সরকার কর্তৃক কোনো মূল্য বা কোনো দেনা পরিশোধ বিষয়ে এই আইনের অধীনে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইবে না যাহাতে সরকার কর্তৃক উক্ত মূল্য বা দেনা বাংলাদেশি মুদ্রা ভিন্ন অন্য মুদ্রায় বা বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে পরিশোধের প্রয়োজন হয়।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অপরিহার্য বা সুবিধাজনক প্রতীয়মান হইলেঃ

ক) এই আইনের শর্তাবলি ও ইহার আওতায় জারিকৃত যে কোনো বিধি এবং আদেশ বা নির্দেশসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে;

খ) পরিশোধ নিষ্পত্তিকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় সংশ্লিষ্ট লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য করিবার বিষয়ে;

গ) দেশের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি আদেশ বা নির্দেশসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে;

ঘ) দেশের বৈদেশিক বানিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি এবং বাংলাদেশী মুদ্রার মূল্যমান সুসংহত করার স্বার্থে;

***বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক, অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার,*** ট্রাভেল এজেন্ট, পরিবহন সংস্থা বা ব্যবস্থা, সাধারণ বা ব্যক্তি মালিকানাধীন স্টক ব্রোকারসহ বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব, ব্যবসায় ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রাধিকার প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

 (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক নহে অথচ বাংলাদেশে অবস্থান করিতেছেন বা কার্য করিতেছেন বা যে কোনো সময়ের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো সেবা প্রদান করিতেছেন এইরূপ যে কোনো বা সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা কোনো শ্রেণির ব্যক্তিকে (প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কূটনৈতিক বা কোনো শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত) বাংলাদেশ ব্যাংক বা প্রজ্ঞাপনের বর্ণনা মোতাবেক অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য দাখিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**ষোড়শ অধ্যায়**

**আলোচ্য আইন পরিহারকল্পে চুক্তি**

**২৭ । আলোচ্য আইন পরিহারকল্পে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কিত বিধানাবলি।—**(১) কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো চুক্তি বা শর্ত সম্পাদন করিতে পারিবেন না, যাহা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই আইনের শর্তাদি অথবা এই আইনের আওতায় জারিকৃত বিধি, নির্দেশ বা আদেশকে কৌশলে পরিহার করিতে বা এড়াইয়া যাইতে পারেন।

(২) এই আইনের কোনো ধারা দ্বারা নির্দেশিত বা এই আইনের অধীনে কার্যকারিতা রহিয়াছে এমন কোনো কার্য যাহা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে করা যাইবে না সেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্তরূপ কার্য সম্পাদন করিতে এবং সম্পাদিত কোনো চুক্তি অবৈধ বা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না ক্ষেত্রমতে চুক্তিতে এইরূপ কোনো শর্ত থাকে যে, সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উক্ত কার্যটি সম্পাদন করা যাইবে না এবং বাংলাদেশের যে কোনো আইনের অধীনে সম্পাদিত চুক্তির একটি অব্যক্ত বা অনুক্ত শর্ত হইবে যে, এই আইনের কোনো ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ বা উক্ত চুক্তি মোতবেক সম্পাদিতব্য কার্যটি এই আইনের অধীনে সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে করা যাইবে না, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কার্যটি সম্পাদনে উল্লিখিত অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সম্পাদনযোগ্য হইবে না।

(৩) এই আইনের শর্ত ভঙ্গ করিয়া অথবা এই আইনের আওতায় সম্পাদিত কোনো চুক্তির শর্ত (সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত অথবা নিহিত) অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনে যদি সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি প্রয়োজন হয় এবং যদি উক্ত অনুমতি ব্যতীত কোনো কার্য সম্পাদিত হয়, তবে উক্ত কার্য হইতে উদ্ভূত কোনো পাওনা যেমন, ঋণের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইলে এই আইনের উক্ত শর্তসমূহ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করিবে; কিন্তু**—**

(ক) কোনো আদালতের রায় বা আদেশের ফলে যদি কোনো অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আইনের শর্তসমূহ যেভাবে প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(খ) এই ধারার শর্তসমূহ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ অর্থ পরিশোধের জন্য কোনো রায় বা নির্দেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না। তবে কোনো পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি থাকিলে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না; এবং

(গ) এই ধরনের অনুমতি প্রদানের অথবা না প্রদানের বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক, রায় বা আদেশ দ্বারা পরিশোধকারী এবং গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় দলিল এবং তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) Negotiable Instrument Act, 1881 (ACT No. XXVI of 1881)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অথবা এই আইনের কোন বিধান বা এই আইনের আওতায় প্রণীত কোন বিধি, নির্দেশনা, আদেশ বা এই আইনের আওতায় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন পরিশোধ না করা সম্পর্কিত ব্যক্ত বা অনুক্ত বিধানসমূহের কোন কিছুই কোন দলিলকে বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতি পত্র হিসেবে গণ্য করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

**সপ্তদশ অধ্যায়**

**মিথ্যা বিবরণী ও কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান**

**২৮। মিথ্যা বিবরণী।—**এই আইনের ধারা ২৩ এর আদেশ বা নির্দেশ পরিপালনকালীন বা এই আইনের অধীনে যে কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট কোনো আবেদন বা ঘোষণা প্রদানকালীন কোনো ব্যক্তি সজ্ঞানে মিথ্যা বা সত্য নহে মর্মে বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ রহিয়াছে, এইরূপ কোনো তথ্য বা বিবরণ প্রদান করিবেন না।

**২৯। কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান।—**(১) এই আইনের শর্ত বা ইহার আওতায় জারিকৃত কোনো বিধি, আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে এইরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কোনো ব্যক্তি কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইন বা শর্ত ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছেন কিংবা সরল বিশ্বাসে কোনো কার্য সম্পাদন করিয়াছেন বা কোনো কার্য সম্পাদন হইতে বিরত রহিয়াছেন উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিলে তাহার নিকট হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার তাহাকে এই আইনে বা প্রচলিত কোনো আইনের অধীনে অনুষ্ঠেয় বিচারকার্য হইতে মুক্তি দিতে পারিবে অথবা এই আইনের দ্বারা ধার্যকৃত দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যে কোনো অপরাধের জন্য এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠেয় বিচারকার্য বা এই আইন দ্বারা ধার্যকৃত দণ্ড হইতে ক্ষেত্রমতে উপধারা (১) এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে, মুক্তি বা অব্যাহতির আদেশে উল্লিখিত সীমা পর্যন্ত, মুক্তি বা অব্যাহতি মঞ্জুর করা হইবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানিয়া লইবেন।

(৩) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে যাহাকে উপধারা (১) এর আওতায় অব্যাহতি বা মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে তিনি মুক্তি বা অব্যাহতির শর্তসমূহ মানিয়া না চলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু গোপন করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাকে প্রদত্ত মুক্তি বা অব্যাহতির আদেশ বাতিল হইবে এবং যে অপরাধ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল সেই অপরাধের জন্য পুনরায় বিচারকার্য শুরু হইবে এবং যে দণ্ড হইতে তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন উহা আবার প্রয়োগ করা হইবে।

**অষ্টাদশ অধ্যায়**

**আইন লঙ্ঘন ও দণ্ড**

**৩০। আইন লঙ্ঘন ও দণ্ড।—**(১) যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় করেন বা ব্যবসায় করিবার জন্য প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবার পরও ব্যবসায় করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩,০০,০০০ (তিনলক্ষ) টাকা এবং অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশলক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড অথবা ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারা দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলি বা এই আইন বাস্তবায়নকল্পে জারিকৃত বিধি বা এই আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারিকৃত প্রবিধান বা নির্দেশনা লঙ্ঘন বা বাধাগ্রস্ত বা উক্তরূপ কর্মকাণ্ডে সহায়তা করিলে অন্যূন ৩,০০,০০০ (তিনলক্ষ) হইতে অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশলক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড অথবা ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং যে কোনো মুদ্রা, সিকিউরিটিজ, স্বর্ণ বা রৌপ্য বা দ্রব্যসামগ্রী বা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত লঙ্ঘন সংঘটিত হইলে সাজা প্রদানের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজন বোধে উহা বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই আইনের ২৬ (২) ধারায় উল্লিখিত ***ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে*** *এইরূপ* ***কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য*** *কর্মকর্তা*কে ***অন্যূন ৩,০০,০০০* (তিনলক্ষ) *টাকা এবং অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০*** (দশলক্ষ) ***টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, যদি-***

(ক) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত/জারিকৃত কোন আদেশ বা নির্দেশ বা আরোপিত কোন শর্ত বা প্রণীত কোন বিধি বিধান লংঘন করেন;

(খ) ***উপযুক্ত তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শককে অসহযোগিতা বা যথাযথ কর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন;***

(গ) ***কোনো তথ্য, হিসাব, বহি বা নথিপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন বা ভুলভাবে উপস্থাপন করেন;***

(ঘ) ***কোনো মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশ করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশ করিতে ব্যর্থ হন;***

**৩১। অপরাধ আমলে গ্রহণ।—**(১) Code of Criminal Procedure, 1898 (ACT No.V OF 1898)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় সকল অপরাধ এই আইনের ধারা ৩২ অনুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনালে আমলযোগ্য হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ৩০(১) এবং ৩০(২) এ বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের ধারা ৩২-এর আওতায় গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(৩) ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে সমস্ত বিচার কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(৪) বিচারক উপধারা ৩ এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করা যাইবে।

**৩২ । ট্রাইব্যুনাল, ও উহার ক্ষমতা*।*—**(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রতিটি জেলায় একটি করে ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

*(২) প্রত্যেক দায়রা জজ, তাঁহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসাবে গণ্য হইবেন।*

(৩) *কোনো ট্রাইব্যুনাল কোনো মামলা বিচারার্থে তাহার এখতিয়ারাধীন কোনো অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট ন্যস্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত অতিরিক্ত দায়রা জজও ন্যস্তকৃত মামলার বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবেন।*

*(৪) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই আইন এর অধীনে দণ্ডযোগ্য কোনো অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্যের জন্য গ্রহণ করিবেন না।*

**৩৩।** *বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক জরিমানা আরোপের* পদ্ধতি।**—**(১) এ*ই আইনের ৩০(৩) ধারা অথবা এই আইনের অধীনে প্রদত্ত বা জারিকৃত কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা আরোপিত কোনো শর্ত বা প্রণীত কোনো বিধান লঙ্ঘনের দায়ে এই আইনের ২৬(২) ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য* কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি আদালতে *বিচারযোগ্য অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চায় তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংকঃ—*

*(ক) উক্ত লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না বা আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হইবে না সেই মর্মে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাখ্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবে;*

*(খ) প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বা উহারা বা তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাখ্য প্রদান না করিলে, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে উক্ত লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে এই আইনের ৩০(৩) উপধারায় উল্লিখিত যে কোনো অঙ্কের আর্থিক জরিমানা বা দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।*

(২) উপধারা (১) এর অধীনে আরোপিত জরিমানার অর্থ ***এই আইনের ২৬ (২) ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান*** ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এইরূপ আদেশ প্রদানের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) ***যদি এই আইনের ২৬(২) ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপধারা ৩৩(২)-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনোরূপ নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারিবে।***

**৩৪। মামলার ক্ষেত্রে প্রমাণ সংক্রান্ত দায়িত্ব।—**(১) Evidence Act, 1872 (ACT No.I OF 1872)এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের কোনো বিধান কিংবা এই আইনের অধীন জারিকৃত কোনো বিধি বা আদেশ বা নির্দেশনার কোনো বিধান লঙ্ঘনের জন্য কোনো ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে ঐ ব্যক্তি যে উহা লঙ্ঘন করেন নাই তাহা প্রমাণের দায়ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(২) ***যদি কোনো মামলায় ইহা প্রমাণের প্রয়োজন হয় যে, বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তির সহিত বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোনো ব্যক্তির যোগসাজশ বা সহযোগিতার মাধ্যমে এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট আপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন প্রেক্ষাপটে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইবার পর উল্লিখিত বা সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে উভয়ের যোগসাজশ বা সহযোগিতা ছিল বলিয়া গণ্য হইবে। এইক্ষেত্রে কোনোরূপ যোগসাজশ বা সহযোগিতা না থাকার বিষয়টি প্রমাণ করিবার দায়িত্ব সংঘটিত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।***

(৩) এ আইনের সহিত সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন কালে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট অথবা ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও তথ্য আদালতের কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে গৃহীত হইবে এবং এইক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩৯ নং আইন)-এর ৮৭ ধারা প্রযোজ্য হইবে।

**ঊনবিংশ অধ্যায়**

**সরকারের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা**

**৩৫ । সরকারের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।—**এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, সরকার সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে এইরূপ সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের আওতায় কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানিয়া চলিবে।

**৩৬ । আইনানুগ কার্যব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়মুক্তি।—**এই আইন অথবা ইহার আওতায় জারিকৃত কোনো বিধি, নির্দেশ বা আদেশ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোনো কার্য করিয়া থাকেন অথবা করিবার অভিপ্রায় করেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

**৩৭ । বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—**এই আইনের বিধানসমূহের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**৩৮ । রহিতকরণ ও হেফাজত।—**(১) এই আইন প্রবর্তন হইবার তারিখ হইতে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (ACT No.VII OF 1947) এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীনে বা আলোকে প্রণীত বিধিমালা, জারিকৃত আদেশ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদানকৃত নির্দেশনা বা কৃত কোনো কাজকর্ম বা দায়েরকৃত মামলা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে এই আইনের আওতায় প্রণীত, জারিকৃত, গৃহীত, প্রদত্ত, কৃত বা দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান থাকিবে।

**৩৯। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—**(১)এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলাপাঠ গ্রহণযোগ্য হইবে।